Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকীদার ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা ইয়াসমিন মিম্মা

রোলঃ ২৩১০০১২০৫৭৭

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকীদার ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা ইয়াসমিন মিম্মা

রোলঃ ২৩১০০১২০৫৭৭

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকীদার ভূমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারহানা ইয়াসমিন মিম্মা, আইডিঃ ২৩১০০১২০৫৭৭ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " একজন মুসলমানের ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকীদার ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

ফারহানা ইয়াসমিন মিম্মা

আইডিঃ ২৩১০০১২০৫৭৭

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
আকীদার পারিভাষিক অর্থ 6
বিশুদ্ধ আকীদার উৎস 7
ঈমানের পরিচয় ও মৌলিক উপাদান 8
ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকীদার ভূমিকা 11
ঈমান ও আকিদার মধ্যে পার্থক্য: 14
বিশুদ্ধ আকীদার সামাজিক প্রভাব 15
বিশুদ্ধ আকীদার নৈতিক প্রভাব 16
ভ্রান্ত আকীদার ক্ষতিকর প্রভাব 17
সাহাবায়ে কেরামের জীবনে বিশুদ্ধ আকীদার নমুনা 19
বর্তমান সমাজে আকীদাগত বিচ্যুতি ও প্রতিকার 22
সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ 25

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে বিশুদ্ধ আকীদা ও সঠিক বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, যিনি মানুষের অন্তরে তাওহীদের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং বিশুদ্ধ ঈমানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার মূল ভিত্তি হলো আকীদা। আকীদা মানুষের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস, কর্ম ও চরিত্রকে পরিচালিত করে। একজন মানুষের ঈমানের দৃঢ়তা, আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য এবং ইসলামের বিধান পালনের আন্তরিকতা মূলত তার আকীদার বিশুদ্ধতার ওপর নির্ভরশীল। তাই ইসলামে বিশুদ্ধ আকীদাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রমাণিত সঠিক বিশ্বাসই একজন মুসলিমের ঈমানকে সুদৃঢ় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

বর্তমান সময়ে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার, বিদআত ও শিরকপূর্ণ কর্মকাণ্ডের বিস্তারের ফলে বিশুদ্ধ আকীদার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন ধারণার অনুসরণ করছে, যা ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এ পরিস্থিতিতে বিশুদ্ধ আকীদার শিক্ষা, এর মৌলিক বিষয়সমূহ এবং ঈমান গঠনে এর অপরিহার্য ভূমিকা সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করা সময়ের দাবি।

বিশুদ্ধ আকীদা মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ভয়, আশা, তাওয়াক্কুল এবং আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি নৈতিকতা, চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে ভ্রান্ত আকীদা মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে, আমলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সমাজে বিভ্রান্তি ও অনৈক্যের জন্ম দেয়।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

“যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে শিরকের মাধ্যমে কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।”

— Al-Qur'an, সূরা আল-আন‘আম, ৬:৮২

এই গবেষণায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ আকীদার প্রকৃতি, ঈমানের সঙ্গে এর সম্পর্ক, ঈমান গঠনে এর ভূমিকা এবং ভ্রান্ত আকীদার ক্ষতিকর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে। পাশাপাশি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বিশুদ্ধ আকীদা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হবে। আশা করা যায়, এই গবেষণা ঈমান ও আকীদা সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনে সহায়ক হবে এবং বিশুদ্ধ ইসলামী বিশ্বাসের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আকীদার পারিভাষিক অর্থ ও বিশ্লেষণ

১. আকীদার শাব্দিক অর্থ

'আকীদা' ((العقيدة)শব্দটি আরবি عقد(আকদ) ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো— বাঁধা, গিঁট দেওয়া, দৃঢ় করা, অটলভাবে ধারণ করা বা কোনো বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবরা যখন কোনো বস্তু শক্তভাবে বাঁধার কথা বোঝায়, তখন " "عقدশব্দটি ব্যবহার করে। একইভাবে মানুষের অন্তরে কোনো বিষয়ের প্রতি দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে 'আকীদা' বলা হয়।

আকীদার পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী পরিভাষায় আকীদা বলতে সেই সকল মৌলিক বিশ্বাসকে বোঝায়, যেগুলোর প্রতি একজন মুসলিমকে সন্দেহমুক্ত ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি যে অকৃত্রিম ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখা হয়, তাই ইসলামী আকীদা।

প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত ইবনে তাইমিয়া -এর মতে, আকীদা হলো এমন বিশ্বাস যা অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ বা দ্বিধা থাকে না।

৩. আকীদার বিশ্লেষণ

আকীদা ইসলামের ভিত্তি ও মূল স্তম্ভ। মানুষের সকল কথা, কাজ ও আচরণের পেছনে তার বিশ্বাসই প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। যদি বিশ্বাস বিশুদ্ধ হয়, তবে আমলও বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয়। আর যদি বিশ্বাসে ত্রুটি থাকে, তবে বাহ্যিক আমল যতই সুন্দর হোক না কেন, তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

ইসলামে আকীদার গুরুত্ব এত বেশি যে, মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।"

— Al-Qur'an, সূরা আন-নাহল, ১৬:৩৬

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল বিশুদ্ধ আকীদা প্রতিষ্ঠা করা।

৪. আকীদার বৈশিষ্ট্য

১. কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক।

২. সন্দেহ ও কুসংস্কারমুক্ত।

৩. মানুষের ঈমানকে সুদৃঢ় করে।

৪. নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন ঘটায়।

৫. শিরক, বিদআত ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে রক্ষা করে।

আকীদা ইসলামী জীবনব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি। এটি শুধু একটি বিশ্বাসগত বিষয় নয়; বরং মানুষের চিন্তা, চরিত্র, আমল ও জীবন পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু। বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া প্রকৃত ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই একজন মুসলিমের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ আকীদা অর্জন ও তা সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

বিশুদ্ধ আকীদার উৎস

বিশুদ্ধ আকীদা বলতে সেই বিশ্বাসকে বোঝায় যা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার ওহির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। ইসলামে আকীদা মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও আমলের মূল ভিত্তি। তাই আকীদার উৎসও হতে হবে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। ইসলামী আকীদার প্রধান উৎস হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ।

সাহাবীগণ,তাদের অনুসারী তাবেঈগন,চার ঈমাম এবং আহলুস সুন্নাত ও জামায়াতের একমাত্র উৎস ওহী। কারণ আকিদা বা বিশ্বাস অদৃশ্যের সাথে সম্পৃক্ত।আর অদৃশ্যের বিষয়ে চূড়ান্ত ও সঠিক তথ্য শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমেই জানা

যায়। রাসূল সাঃ এর প্রতি শুধুমাত্র দুই প্রকারের ওহী নাযিল হয়েছে এবং দুইভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। কিতাব বা কোরআন এবং হিকমাহ বা হাদিস।

কোরআন

কোরআন রাসুল সাঃ এর উপর যেভাবে নাযিল হয়েছে তিনি এবং সাহাবীগণ সেভাবেই মুখস্থ করেছেন। সাহাবীগণের যুগ থেকে অগণিত অসংখ্য মুসলিম কোরআন মুখস্ত এবং তেলাওয়াতের মাধ্যমে সংরক্ষিত করেছেন। কুরআনই,ঈমান বিশ্বাস বা আকিদার মূল ভিত্তি।

হাদিস

দ্বিতীয় প্রকারের ওহি আল হিকমা বা প্রজ্ঞা। কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগিক বিষয়ে ওহির মাধ্যমে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে শিক্ষা তথ্য ও জ্ঞান প্রদান করেন তিনি তা নিজের ভাষায় সাহাবীগনকে শিক্ষা দেন।তার এই শিক্ষা হাদিস নামে সংকলিত হয়েছে। হাদিসই ইসলামী আকীদার দ্বিতীয় উৎস।

ঈমানের পরিচয় ও মৌলিক উপাদান

ইসলামের মৌলিক ভিত্তিগুলোর মধ্যে ঈমান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ঈমান ছাড়া কোনো ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ পূর্ণতা লাভ করে না এবং আল্লাহর নিকট কোনো আমল গ্রহণযোগ্য হয় না। ঈমান মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে, সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সুগম করে। তাই ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে ঈমানের পরিচয় ও এর মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি।

ঈমানের পরিচয়

শাব্দিক অর্থ

'ঈমান' ((الإيمان)শব্দটি আরবি **أمن** ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো বিশ্বাস করা, নিরাপত্তা প্রদান করা, সত্য বলে স্বীকার করা এবং আস্থা স্থাপন করা।

পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী পরিভাষায় ঈমান বলতে আল্লাহ ও তাঁর নির্দেশিত বিষয়সমূহের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন, মুখে স্বীকার করা এবং কর্মের মাধ্যমে তার বাস্তবায়নকে বোঝায়।
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে:
الإيمان اعتقاد بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان
অর্থাৎ, "ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল।"
ঈমান বৃদ্ধি পায় নেক আমলের মাধ্যমে এবং পাপের কারণে হ্রাস পায়।

ঈমানের মৌলিক উপাদান
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট হযরত জিব্রাইল (আ.) ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন:
"ঈমান হলো তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখিরাত দিবস এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।"
— সহীহ মুসলিম
এই হাদিসের আলোকে ঈমানের ছয়টি মৌলিক উপাদান রয়েছে।

---

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান
আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, একত্ববাদ, তাঁর নাম ও গুণাবলির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাই আল্লাহর প্রতি ঈমান। একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং তিনিই সকল সৃষ্টির প্রতিপালক।

---

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান
ফেরেশতাগণ আল্লাহর নূর দ্বারা সৃষ্ট সম্মানিত বান্দা। তারা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালন করেন এবং কখনো অবাধ্যতা করেন না। তাদের অস্তিত্ব ও দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ।

---

৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান
আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য বিভিন্ন নবীর ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। যেমন— তাওরাত, যাবুর, ইনজিল এবং সর্বশেষ পবিত্র কুরআন। এসব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে—এ বিশ্বাস রাখা আবশ্যক।

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকল নবী-রাসূলের প্রতি সম্মান ও বিশ্বাস রাখা এবং মোহাম্মদ (সা.)-কে সর্বশেষ নবী হিসেবে স্বীকার করা ঈমানের অপরিহার্য অংশ।

---

৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস রাখা আখিরাতের প্রতি ঈমান। এই বিশ্বাস মানুষকে সৎকর্মে উৎসাহিত করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

---

৬. তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান

পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা আল্লাহর জ্ঞান, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত—এ বিশ্বাসই তাকদীরের প্রতি ঈমান। তবে মানুষকে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের মধ্যে বেছে নেওয়ার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়েছে।

ঈমানের গুরুত্ব

১. ঈমান সকল আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত।

২. ঈমান মানুষকে আল্লাহভীরু ও নৈতিক চরিত্রবান করে।

৩. ঈমান মানুষের অন্তরে শান্তি ও প্রশান্তি সৃষ্টি করে।

৪. ঈমান জান্নাত লাভের প্রধান মাধ্যম।

৫. ঈমান মানুষকে শিরক, কুফর ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে রক্ষা করে।

ঈমান ইসলামের প্রাণ এবং মুসলিম জীবনের মূল ভিত্তি। আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল, আখিরাত ও তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের সমন্বয়েই প্রকৃত ঈমান গঠিত হয়। একজন মুসলিমের উচিত এই মৌলিক উপাদানসমূহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটানো। কারণ বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ঈমানই মানুষকে দুনিয়ার সফলতা ও আখিরাতের মুক্তির পথে পরিচালিত করে।

ঈমান গঠনে বিশুদ্ধ আকীদার ভূমিকা

সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতার চাবিকাঠি ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। সঠিক বিশ্বাস তথা ঈমান মানুষকে সফলতার তুঙ্গে তুলে দেয় এবং তার জীবনকে করে দেয় অনাবিল আনন্দময় এবং শান্তিময়। আর ঈমান ও কর্মের নাম ইসলাম। বিশুদ্ধ ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি মানুষ আল্লাহ তায়ালার যত ইবাদত ও গুণকীর্তন করে সব কবুল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো বিশুদ্ধ ঈমান। তাতে কোনো প্রকার কুফর বা শিরক থাকতে পারবে না। একথা মহান আল্লাহ তায়ালা কোরআনের বহু স্থানে বলেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। (সূরা বনি ইসরাইল: ১৯)

অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে, পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে। (সূরা মুমিন: ৪০)

অনুরূপভাবে ইহলৌকিক জীবনে আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত, বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্যও বিশুদ্ধ ঈমান শর্ত। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। (সূরা নাহল: ৯৭)

যেরূপ দুনিয়াতে বরকত লাভের জন্য এমন শর্ত অনুরূপ যদি ঈমান না থাকে তাহলে তার শাস্তি হলো ধ্বংস ও ক্ষতি। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ উম্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের কারণে। (সূরা আরাফ: ৯৬)

আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য এবং বন্ধুত্ব লাভের জন্যও ঈমান শর্ত। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন-

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে। (সূরা ইউনুস: ৬২,৬৩)

বিশুদ্ধ ঈমান বিনষ্টকারী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের গুরুত্ব

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বিবেক বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ও বিস্তারিত বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না। এজন্য ঐশী বাণীর জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এ কারণে কোরআন-হাদিসের আলোকে ইসলাম ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি ও আরকান ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া ছাড়া বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন করা অসম্ভব। যেরূপভাবে ঈমান অর্জন করা জরুরি, সেরূপভাবে তা সংরক্ষণ করাও জরুরি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত ধর্মকে তারা তাদের ঈমান ও পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া ধর্ম বিনষ্টকারী মনে করতো। যার ফলে তারা ইসলামকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু তারা এ বিষয়টি বুঝতে পারেনি যে, তাদের ঈমানকে কুফর ও শিরক গ্রাস করে বিনষ্ট করে দিয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতো এবং ...দান করতো। কিন্তু তারা এ কথা জানতো না বা জানলেও বিশ্বাস করত না যে, আল্লাহ তায়ালা তো কুফর, শিরক মিশ্রিত ইবাদত কবুল করেন না।

এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ... যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অস্বীকার করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মায়েদা: ৫)

অন্যত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ... (শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন) যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।(সূরা যুমার: ৬৫)

সুতরাং ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের স্বরূপ, এগুলোর কারণ এবং পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের বিভ্রান্তির কারণ ও তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগত হওয়া অতীব জরুরী।

ভ্রান্ত আকীদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল কর্ম করেননি সে সকল কর্ম সম্পাদন করা ইবাদত ও বুজুর্গী মনে করার অর্থ এ দাঁড়ায় যে নিশ্চয় তাঁর সুন্নত অপূর্ণ। অনুরূপ আকীদার ক্ষেত্রে তিনি যা বলেননি তাকে ইসলামী আকীদা হিসেবে গণ্য করাও তার সুন্নতকে অবজ্ঞা ও অপূর্ণ মনে করার নামান্তর। এমনটি করা পাপ বৈ কিছুই নয়। কর্মের ক্ষেত্রে পাপ না থাকলেও আকীদার ক্ষেত্রে এরূপ সুন্নত বিরোধিতার কারণে সে পাপী বলেই গণ্য হবে। এ ধরণের ব্যক্তির আকীদা বিভ্রান্তিকর হওয়ার কারণে সে জাহান্নামী হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

[عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:]: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই বনী-ইসরাঈলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত (আকীদাঙ্গতভাবে) ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের একটি দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম রা. প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে দলটি কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন- আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে রীতিনীতির উপর রয়েছি। (করমুস সুন্নাহ- ১/১/৮৫)

উপরোল্লিখিত হাদীসে কয়েকটি বিষয় বোঝা যায়- ১. হাদীসে বর্ণিত ৭৩ থেকে দলের মধ্যে কেবলমাত্র একদল জান্নাতী হবে। আর অবশিষ্ট ৭২ দল জাহান্নামী। অবশ্য তারা কাফের নয় বরং আকীদার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকার কারণে পাপী হয়েছে। যার ফলে পাপের শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে। হ্যাঁ যদি তার ত্রুটিযুক্ত আকীদা কুফরি হয় তবে তা ভিন্ন কথা। ২. ইসলামী শরীয়ত ও আকীদার ক্ষেত্রে সকল সাহাবীই সত্যের মাপকাঠি। ৩. আকীদার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রা. কি আকীদা পোষণ করেছেন তা জানা সকল মুসলমানের অত্যাবশ্যক। ইসলামী শরীয়ার সর্বক্ষেত্রে হুবহু তাদের অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী।সুতরাং সকল মুসলমানের জন্য সঠিক আকীদা ও বিভ্রান্তিকর আকীদা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। (আকিদাতুত তূহী বাংলা,ইসলামিয়া কুতুবখানা-পৃ: ৯-১১)

ঈমান ও আকিদার মধ্যে পার্থক্য:

'আকিদা' শব্দটি প্রায়ই ঈমান ও তাওহীদের সঙ্গে গুলিয়ে যায়। অস্বচ্ছ ধারণার ফলে অনেকেই বলে ফেলেন, আকিদা আবার কি? আকিদা বিশুদ্ধ করাই বা প্রয়োজন কেন? ঈমান থাকলেই যথেষ্ট। ফলে দ্বীন সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে এক বড় ধরণের অপূর্ণতা সৃষ্টি হয়, যা প্রায়ই মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেয়। এ জন্য ঈমান ও আকিদার মধ্যকার সম্পর্ক ও পার্থক্য স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো:

১. ঈমান সমগ্র দ্বীনকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর আকিদা দ্বীনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

২. আকিদার তুলনায় ঈমান আরও ব্যাপক পরিভাষা। আকিদা হলো কিছু ভিত্তিমূলক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। অন্যদিকে ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম নয়; বরং মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার বাস্তব প্রতিফলনকে অপরিহার্য করে দেয়।সুতরাং ঈমানের দুটি অংশ। একটি হলো অন্তরে স্বচ্ছ আকিদা পোষণ। আরেকটি হলো বাহ্যিক তৎপরতায় তার প্রকাশ। এ দুটি পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত যে কোনো একটির অনুপস্থিতি ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়।

৩. আকিদা হলো ঈমানের মূলভিত্তি। আকিদা ব্যতীত ঈমানের উপস্থিতি তেমন অসম্ভব, যেমনিভাবে ভিত্তি ব্যতীত কাঠামো কল্পনা করা অসম্ভব।

৪. আকিদার দৃঢ়তা যত বৃদ্ধি পায় ঈমানও তত বৃদ্ধি পায় ও মজবুত হয়। আকিদায় দুর্বলতা সৃষ্টি হলে ঈমানেরও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, আমলের ক্ষেত্রেও সে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। যেমনিভাবে রাসূল (সা.) বলেন- 'মানুষের হৃদয়ের মধ্যে একটি গোশতপিণ্ড রয়েছে, যদি তা পরিশুষ্ক হয় তবে সারা শরীর পরিশুষ্ক থাকে, যদি তা কদর্যপূর্ণ হয় তবে সারা শরীরই কদর্যপূর্ণ হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম- ১৫৯৯)

৫. বিশুদ্ধ আকিদা বিশুদ্ধ ঈমানের মাপকাঠি, যা বাহ্যিক আমলকেও বিশুদ্ধ করে দেয়। যখন আকিদায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় তখন ঈমানও বিভ্রান্তিপূর্ণ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীনের অনুসরণ করা হয় এজন্য যে, তারা যে আকিদার অনুসারী ছিলেন তা ছিল বিশুদ্ধ এবং কোরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এজন্যই তারা ছিলেন খালেস ঈমানের অধিকারী এবং পৃথিবীর বুকে উত্থিত সর্বোত্তম জাতি। অন্যদিকে মুরজিয়া, খারেজি, কাদরিয়াসহ বিভিন্ন উপদল আকিদার বিভ্রান্তির কারণে তাদের ঈমান যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি তাদের কর্মকাণ্ড

নীতিবিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এভাবেই আকিদার অবস্থান পরিবর্তনের কারণে ঈমানের অবস্থানও পরিবর্তন হয়ে যায়। আকিদা সঠিক হওয়ার উপরই ঈমান ও আমলের যাথার্থতা নির্ভরশীল। তাই সবকিছুর আগে আকিদার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করাই একজন মুসলমানের প্রথম ও অপরিহার্য দায়িত্ব। আজকের পৃথিবীতে যখন সংঘাত হয়ে উঠেছে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক, তখন একজন মুসলমানের জন্য স্বীয় আকিদা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক বেড়েছে।কেনন হাজারও মাজহাব-মতাদর্শের দ্বিধা-সংকটের ধ্বংসাত্মক, দুর্বিষহ জঞ্জালকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে সত্যের দিশা পাওয়া এবং সত্য ও স্বচ্ছ দ্বীনের দিকে ফিরে আসা বিশুদ্ধ আকিদা অবলম্বন ব্যতীত অসম্ভব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব মুসলিম ভাইবোনকে সঠিক আকিদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছ ঈমানের ওপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন ও যাবতীয় শিরকি ও জাহেলি চিন্তাধারা থেকে আমাদের হেফাজত করুন। আমিন!

বিশুদ্ধ আকীদার সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব

আকীদা মানুষের জীবন পরিচালনার মৌলিক ভিত্তি। একজন মানুষের চিন্তা-চেতনা, আচরণ, নৈতিকতা ও সামাজিক কর্মকাণ্ড তার বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়। যখন কোনো ব্যক্তির আকীদা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিশুদ্ধ হয়, তখন তার ব্যক্তিগত জীবন যেমন সুন্দর হয়, তেমনি সমাজেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। বিশুদ্ধ আকীদা ব্যক্তি ও সমাজকে অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে। ফলে একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশুদ্ধ আকীদার সামাজিক প্রভাব

১. সমাজে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে

বিশুদ্ধ আকীদা মানুষকে এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরিচয় দেয় এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলে। জাতি, বর্ণ, ভাষা ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠে সবাইকে এক উম্মাহর বন্ধনে আবদ্ধ করে।

২. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে

বিশুদ্ধ আকীদাসম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তার প্রতিটি কাজ সম্পর্কে অবগত আছেন এবং আখিরাতে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। ফলে সে অন্যায়, দুর্নীতি ও অত্যাচার থেকে বিরত থাকে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়।

৩. সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে

যখন সমাজের মানুষ আল্লাহভীরু হয়, তখন চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, হত্যা ও অন্যান্য অপরাধ কমে যায়। ফলে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করে

বিশুদ্ধ আকীদা মানুষকে শিরক, কুসংস্কার, জ্যোতিষ বিশ্বাস, তাবিজ-কবজের ওপর অন্ধ নির্ভরতা এবং অন্যান্য ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করে। এর ফলে সমাজে জ্ঞান ও সচেতনতার বিকাশ ঘটে।

৫. পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করে

বিশুদ্ধ আকীদা পরিবারে পারস্পরিক সম্মান, দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশুদ্ধ আকীদার নৈতিক প্রভাব

১. আল্লাহভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি করে

বিশুদ্ধ আকীদা মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয়, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে। এই তাকওয়া তাকে সকল ধরনের পাপ ও অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন।”

— Al-Qur'an, সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩

২. সততা ও আমানতদারিতা গড়ে তোলে

বিশুদ্ধ আকীদাসম্পন্ন ব্যক্তি মিথ্যা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে দূরে থাকে। কারণ সে জানে যে আল্লাহ তার সকল কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন।

৩. ধৈর্য ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করে

আল্লাহর তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে বিপদে ধৈর্যশীল এবং সফলতায় কৃতজ্ঞ হতে শিক্ষা দেয়। ফলে সে মানসিকভাবে দৃঢ় ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

৪. বিনয় ও নম্রতা শিক্ষা দেয়

বিশুদ্ধ আকীদা মানুষকে অহংকার ও আত্মগর্ব থেকে দূরে রাখে। সে উপলব্ধি করে যে সব ক্ষমতা ও মর্যাদার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

৫. দায়িত্ববোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করে

আখিরাতের জবাবদিহিতার বিশ্বাস মানুষকে নিজের কাজের ব্যাপারে সচেতন করে। ফলে সে আত্মসংযমী ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

বিশুদ্ধ আকীদা কেবল একটি ধর্মীয় বিশ্বাস নয়; বরং এটি ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি, ন্যায়বিচার, ভ্রাতৃত্ব ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তির চরিত্রে সততা, তাকওয়া, ধৈর্য, বিনয় ও দায়িত্ববোধের মতো মহৎ গুণাবলি বিকশিত হয়। তাই একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশুদ্ধ আকীদার শিক্ষা ও চর্চা অপরিহার্য। বিশুদ্ধ আকীদাই একজন মানুষের ঈমানকে সুদৃঢ় করে এবং তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার পথে পরিচালিত করে।

ভ্রান্ত আকীদার ক্ষতিকর প্রভাব

আকীদা মানুষের বিশ্বাস ও জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি যদি বিশুদ্ধ ও সঠিক হয়, তবে মানুষের ঈমান, আমল ও চরিত্র সঠিক পথে পরিচালিত হয়। কিন্তু আকীদা যদি ভ্রান্ত ও বিকৃত হয়, তবে তা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ ও কুসংস্কার মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ও অনৈক্যের সৃষ্টি করেছে। তাই ভ্রান্ত আকীদার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

১. ঈমান দুর্বল বা বিনষ্ট হয়ে যায়

ভ্রান্ত আকীদা মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিরক ও কুফরের কারণে ঈমান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কারণ বিশুদ্ধ ঈমানের ভিত্তি হলো সঠিক আকীদা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

"যদি তুমি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত আমল অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে।"

— Al-Qur'an, সূরা আয-যুমার, ৩৯:৬৫

---

২. আমল গ্রহণযোগ্য হয় না

আকীদা বিশুদ্ধ না হলে বাহ্যিকভাবে যত ইবাদতই করা হোক না কেন, তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। কারণ আমল কবুলের প্রথম শর্ত হলো বিশুদ্ধ ঈমান ও সঠিক বিশ্বাস।

---

৩. শিরক ও কুসংস্কারের প্রসার ঘটে

ভ্রান্ত আকীদা মানুষকে আল্লাহর ওপর নির্ভরতার পরিবর্তে বিভিন্ন কুসংস্কার, ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও শিরকপূর্ণ কাজে জড়িয়ে ফেলতে পারে। ফলে সমাজে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

---

৪. বিদআতের বিস্তার ঘটে

ভ্রান্ত আকীদা ধর্মের মধ্যে এমন কিছু বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড প্রবেশ করায়, যার ভিত্তি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে নেই। এর ফলে মানুষ প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার পরিবর্তে মনগড়া পদ্ধতি অনুসরণ করতে শুরু করে।

---

৫. নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে

যখন মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে আল্লাহভীতি ও আখিরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি কমে যায়। ফলে মিথ্যা, প্রতারণা, দুর্নীতি, অন্যায় ও বিভিন্ন অনৈতিক কাজ বৃদ্ধি পায়।

---

৬. সামাজিক বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করে

ভ্রান্ত আকীদা বিভিন্ন দল, মত ও গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত ও বিভেদ সৃষ্টি করে। মুসলিম সমাজের ঐক্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক শত্রুতা বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।”
— Al-Qur'an, সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩

---

৭. মানসিক অস্থিরতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে
ভ্রান্ত বিশ্বাস মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে এবং তার মনে অস্থিরতা, ভয় ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। বিশুদ্ধ আকীদা যেখানে অন্তরে প্রশান্তি আনে, ভ্রান্ত আকীদা সেখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

---

৮. আখিরাতের ক্ষতির কারণ হয়
সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো আখিরাতে। যদি কোনো ব্যক্তি ভ্রান্ত আকীদা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং তওবা না করে, তবে সে আল্লাহর কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে। তাই আকীদা সংশোধন ইসলামী জীবনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারগুলোর একটি।

ভ্রান্ত আকীদা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি ঈমানকে দুর্বল করে, আমলকে বিনষ্ট করে, শিরক ও বিদআতের প্রসার ঘটায়, নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে এবং মুসলিম সমাজে বিভেদ ও অস্থিরতার জন্ম দেয়। তাই প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে নিজের আকীদাকে যাচাই করা এবং সকল প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে দূরে থাকা। বিশুদ্ধ আকীদাই দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র নিরাপদ পথ।

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে বিশুদ্ধ আকীদার নমুনা

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম প্রজন্ম এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রত্যক্ষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এমন বিশুদ্ধ আকীদা ধারণ করেছিলেন, যা ইসলামের ইতিহাসে আদর্শ হিসেবে বিবেচিত। তাঁদের জীবন ছিল তাওহীদ, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস, রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য এবং আখিরাতমুখী চিন্তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের জীবন অধ্যয়ন করলে বিশুদ্ধ আকীদার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

---

১. তাওহীদের প্রতি অটল বিশ্বাস

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য সকল প্রকার কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন। মক্কার মুশরিকরা তাঁদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছিল, তবুও তাঁরা তাওহীদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হননি।

বিলাল (রা.)-কে উত্তপ্ত মরুভূমিতে শায়িত করে নির্যাতন করা হলে তিনি বারবার বলতেন:

أَحَدٌ أَحَدٌ

"আল্লাহ এক, আল্লাহ এক।"

এ ঘটনা তাঁর বিশুদ্ধ তাওহীদী আকীদার উজ্জ্বল প্রমাণ।

---

২. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও তাওয়াক্কুল

সাহাবায়ে কেরাম সকল অবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করতেন। যুদ্ধ, দারিদ্র্য, নির্যাতন কিংবা বিপদের মুহূর্তেও তাঁরা আল্লাহর সাহায্যের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"লোকেরা তাদের বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষ সমবেত হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় কর। এতে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা বলল, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক।'"

— Al-Qur'an, সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৩

---

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য

সাহাবায়ে কেরামের আকীদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে রাসূল (সা.)-এর প্রতিটি নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হিদায়াত।

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) মিরাজের ঘটনার কথা শোনামাত্র কোনো দ্বিধা ছাড়াই তা বিশ্বাস করেছিলেন। এ কারণে তিনি "আস-সিদ্দীক" (সত্যায়নকারী) উপাধি লাভ করেন।

---

৪. আখিরাতের প্রতি গভীর বিশ্বাস

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সব সময় আখিরাতের জবাবদিহিতার কথা স্মরণ রাখতেন। এই বিশ্বাস তাঁদের ইবাদত, চরিত্র ও আচরণে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।
উমর (রা.) বলতেন, "ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি পশুও ক্ষুধায় মারা যায়, তবে আমি আশঙ্কা করি আল্লাহ এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।"
এ বক্তব্য তাঁর আখিরাতভীতি ও জবাবদিহিতার চেতনার পরিচয় বহন করে।

---

৫. কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি দৃঢ় অনুসরণ
সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মতামত ও প্রবৃত্তির পরিবর্তে কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। তাঁদের কাছে সত্যের মানদণ্ড ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা।
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা.) বলেছেন:
"তোমরা অনুসরণ করো, নতুন কিছু উদ্ভাবন করো না; কারণ তোমাদের জন্য যা প্রয়োজন তা ইতোমধ্যেই প্রদান করা হয়েছে।"

---

৬. দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া
সাহাবায়ে কেরাম (রা.) দুনিয়াবি স্বার্থের চেয়ে আখিরাতের সফলতাকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁরা নিজেদের সম্পদ, সময় এবং জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেননি।

সাহাবায়ে কেরামের জীবন বিশুদ্ধ আকীদার বাস্তব ও জীবন্ত নমুনা। তাঁদের জীবনে তাওহীদের প্রতি অটলতা, আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা, রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য, আখিরাতের প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের অনন্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাই বিশুদ্ধ আকীদা অর্জন ও ঈমানকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের জীবন মুসলিম উম্মাহর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় পথ।

বর্তমান সমাজে আকীদাগত বিচ্যুতি ও প্রতিকার

আকীদা ইসলামের মৌলিক ভিত্তি এবং মুসলিম জীবনের মূল চালিকাশক্তি। বিশুদ্ধ আকীদা মানুষের ঈমানকে সুদৃঢ় করে এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। কিন্তু বর্তমান সমাজে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ, কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ধর্মীয় উদাসীনতার কারণে আকীদাগত বিচ্যুতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব বিচ্যুতি ব্যক্তি ও সমাজের ঈমানি চেতনা দুর্বল করে দিচ্ছে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাই আকীদাগত বিচ্যুতির কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমান সমাজে আকীদাগত বিচ্যুতির চিত্র

১. শিরক ও কুসংস্কারের বিস্তার

অনেক মানুষ আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরতার পরিবর্তে বিভিন্ন কুসংস্কার, জ্যোতিষচর্চা, ভাগ্য গণনা এবং অমূলক বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। এসব কাজ তাওহীদের পরিপন্থী এবং আকীদাগত দুর্বলতার পরিচায়ক।

২. ধর্মীয় অজ্ঞতা

কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে অনেক মুসলিম সঠিক ও ভুল বিশ্বাসের পার্থক্য বুঝতে পারেন না। ফলে তারা সহজেই বিভ্রান্তিকর মতবাদ ও অপব্যাখ্যার শিকার হন।

৩. ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী চিন্তার প্রভাব

আধুনিক যুগে অনেক মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তে কেবল ভোগবাদ ও বস্তুগত সফলতাকে জীবনের লক্ষ্য মনে করছে। এর ফলে আখিরাত ও আল্লাহভীতির চেতনা দুর্বল হয়ে পড়ছে।

৪. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা

ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক সময় যাচাইবিহীন ধর্মীয় বক্তব্য, ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারিত হয়, যা সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে।

৫. বিদআত ও ভিত্তিহীন ধর্মীয় চর্চা

কিছু মানুষ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ভিত্তিহীন বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে ইসলামের অংশ মনে করে পালন করে, যা আকীদাগত বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে।

আকীদাগত বিচ্যুতির ক্ষতিকর প্রভাব

১. ঈমান দুর্বল হয়ে যায়।

২. শিরক ও কুসংস্কার বৃদ্ধি পায়।

৩. ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিকৃত হয়।

৪. মুসলিম সমাজে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি হয়।

৫. নৈতিক অবক্ষয় ও চারিত্রিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়।

৬. আল্লাহর প্রতি ভরসা ও আখিরাতের চেতনা কমে যায়।

আকীদাগত বিচ্যুতির প্রতিকার

১. কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা প্রসার

বিশুদ্ধ আকীদা প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সঠিক শিক্ষা প্রচার করা। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

২. পরিবারে ইসলামী শিক্ষা নিশ্চিত করা

পরিবারই একজন মানুষের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই তাওহীদ, ঈমান ও ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।

৩. নির্ভরযোগ্য আলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন

ধর্মীয় বিষয়ে বিভ্রান্তি এড়াতে বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত আলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।

৪. সচেতনতা ও দাওয়াতি কার্যক্রম বৃদ্ধি

মসজিদ, মাদরাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ আকীদা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. ভ্রান্ত মতবাদ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার

সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অসারতা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তুলে ধরতে হবে এবং মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করতে হবে।

৬. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঠিক ব্যবহার

ধর্মীয় তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করতে হবে এবং বিশ্বস্ত উৎস থেকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

বর্তমান সমাজে আকীদাগত বিচ্যুতি মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। ধর্মীয় অজ্ঞতা, কুসংস্কার, বস্তুবাদী চিন্তাধারা এবং বিভ্রান্তিকর প্রচারণার কারণে অনেক মানুষ বিশুদ্ধ ইসলামী বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা, পারিবারিক ধর্মীয় অনুশীলন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নির্ভরযোগ্য আলিমদের দিকনির্দেশনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশুদ্ধ আকীদার চর্চাই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে এবং ঈমানকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা নিশ্চিত করতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ

১. ঈমান সবার আগেঃ মাওলানা আবদুল মালেক হাফিঃ

২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঈমান-আকীদা - মাওলানা সাঈদ আহমদ হাফিঃ

৩. বুনিয়াদি আকাইদ - মাওলানা বেলাল বিন আলী হাফিঃ

৪. ইমাম আজমের আকিদা - মাওলানা মীযান হারুন হাফিঃ

৫. ইসলামী আকীদা - আইওএম

৬. আমি ঈমান এনেছি - মাওলানা হাফিয আল মুনাদী হাফিঃ

৭. নির্বাচিত প্রবন্ধ - মাওলানা আবদুল মালেক হাফিঃ

৮. ইসলামী জীবনব্যবস্থা - মুফতি তারেকুজ্জামান হাফিঃ

৯. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা - ডঃ খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিঃ

১০. ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ -মাওলানা মোঃ হিমায়েত উদ্দিন